MAR. 2[illegible]

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গৌরনদী : (বাঁ থেকে) গৌরনদী হাইস্কুল কেন্দ্রে ১৪৪ ধারার মধ্যে বাদাম ও চানাচুরের দোকান বসেছে। গৌরনদী বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে হলের মধ্যে নকল সরবরাহের সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে একজন পিয়ন ও কেন্দ্রে সরবরাহকৃত নকল বস্তায় ভরা হচ্ছে —যুগান্তর

বোর্ড চেয়ারম্যানের নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কোন কাজে আসেনি গৌরনদীতে

মোঃ জামাল উদ্দিন, *গৌরনদী থেকে*

বরিশাল বোর্ডের অধীনে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুস সালাম জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। শহরের কেন্দ্রগুলোতে তার জেহাদ কর্মসূচি সফল হলেও গৌরনদীতে তা একেবারেই অচল। কেন্দ্র থাকতে হলে নকল থাকতে পারবে না, নকল থাকলে কেন্দ্র থাকবে না, বোর্ড চেয়ারম্যানের এ নির্দেশ গৌরনদীতে সম্পূর্ণ অকার্যকর। পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিন থেকে গৌরনদীর শরিকল হাইস্কুল কেন্দ্র, গৌরনদী বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্র, গৌরনদী হাইস্কুল কেন্দ্রের এসএসসি ও কাশেমাবাদ মাদ্রাসা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় চলছে নকলের মহোৎসব। গত কয়েকদিনে বস্তায় বস্তায় নকল উদ্ধার হয়েছে এ কেন্দ্রগুলো থেকে। যেহারে নকল চলছে সে তুলনায় বহিষ্কারের সংখ্যা খুবই নগণ্য। নকল সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুলের কিছুসংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক-শিক্ষিকা, পিয়ন ও নাইটগার্ড সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে। সেই সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ও অভিভাবকরা তো আছেই। রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ভিড়ে কেন্দ্রগুলো সরগরম হয়ে ওঠে। পরীক্ষার হলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা ভিজিলেন্স টিমের সদস্যরা প্রবেশ করার আগে দুর্নীতিবাজ শিক্ষক-কর্মচারীরা বিভিন্ন ধরনের শব্দ উচ্চারণ করে ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক করে দেয়। এখানকার কেন্দ্রগুলোতে রাজনৈতিক দলের চাপের মুখে নকলের দায়ে অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বহিষ্কার করতে ভয় পান কর্মকর্তা ও পরিদর্শকরা। পরীক্ষা শুরুর পর থেকে হলের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা নকলের জন্য হৈচৈ শুরু করে দেয়। নকলের কপি নিয়ে চলে কাড়াকাড়ি। মনে হয়, যেন কেন্দ্রে হাট বসেছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে নকল প্রদানের প্রতিযোগিতা চলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রতিদিন পুলিশ বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকল সরবরাহকারীদের গ্রেফতার করলেও চাপের মুখে এদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।